নির্বাচনী ইশতেহার

১৯৭০

ELECTION MANIFESTO
1970

এই ইশতেহারে ১৯৬৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর মোতাবেক ১৩৮৯ হিজরীর ১০ই শওয়াল তারিখে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা অনুমোদন করেছে। এই ইশতেহারে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত দেশের সকল শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ৩১ জন আলেমের সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ২২ দফা প্রস্তাবকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

প্রচার বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান
নাখালপাড়া, ঢাকা—৮

বিষয়-সূচী

১॥	ভূমিকা	৩
২॥	মূলনীতি ও কর্মসূচী : সাধারণ নীতি	৭
৩॥	শাসনতান্ত্রিক সংস্কার	১৪
৪॥	পূর্ব পাকিস্তান	১৭
৫॥	আইনগত সংস্কার	১৯
৬॥	ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কার	২১
৭॥	শিক্ষাগত সংস্কার	২৩
৮॥	প্রশাসনিক সংস্কার	২৬
৯॥	অর্থনৈতিক সংস্কার	২৯
	কৃষি ও ভূমি	৩০
	শিল্প ও বাণিজ্য	৩৪
	শ্রমিক ও স্বল্পবেতনভোগীদের অধিকার	৩৮
	সাধারণ অর্থনৈতিক সংস্কার	৪০
১০॥	জাতীয় স্বাস্থ্য	৪২
১১॥	স্বীকৃত ইসলামী ফের্কাগুলোর অধিকার	৪৩
১২॥	অমুসলিম সংখ্যালঘু	৪৩
১৩॥	বৈদেশিক নীতি	৪৪
১৪॥	পার্লামেন্টারী নীতি	৪৭

॥ মূল্য পঁচিশ পয়সা ॥

১ম সংস্করণ, মার্চ—১৯৭০

২য় সংস্করণ, মে—১৯৭০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

ভূমিকা

পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী শুধুমাত্র একটি 'রাজনৈতিক' কিংবা 'ধর্মীয়' অথবা 'সংস্কারবাদী' প্রতিষ্ঠান নয়, বরং ব্যাপক অর্থে এ একটা আদর্শবাদী দল (Ideological party)। এ জামায়াত গোটা মানব জীবনের জন্যে ইসলামের ব্যাপক ও সর্বাত্মক জীবনাদর্শে বিশ্বাসী এবং একে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যতঃ জারী করতে ইচ্ছুক। এ জামায়াতের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সার্বিক অশান্তির প্রকৃত কারণ হচ্ছে আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং রসূলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দুনিয়ায় যখন, যেখানে এবং যে ক্ষেত্রেই বিকৃতি দেখা দিয়েছে, তা'র মূলে এ বুনিয়াদী কারণটিই ক্রিয়াশীল রয়েছে। কাজেই আল্লাহর আনুগত্য, আখেরাতে জবাবদিহীর অনুভূতি এবং রসূলের নেতৃত্বকে জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদ রূপে গ্রহণ না করা পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো সংস্কারই সম্ভবপার নয়। এছাড়া কোনো বস্তুবাদী আদর্শের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার কায়েমের যত চেষ্টাই করা হবে, তা এক নতুন জুলুমের রূপই পরিগ্রহ করবে।

এ জামায়াত কোনো জাতীয়তাবাদী কিংবা স্বাদেশিকতাবাদী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এর জীবনাদর্শ বিশ্বজনীন, গোটা মানব জাতির কল্যাণই এর লক্ষ্য। কিন্তু এর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যতক্ষণ আমরা নিজেদের দেশকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুকরণীয় আদর্শ রূপে গড়ে না তুলবো যতক্ষণ এই মহান সত্যকে নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে এর প্রতি আমাদের ঈমানের দাবির বাস্তব প্রমাণ না দেবো এবং

www.pathagar.com

যতক্ষণ আমাদের নিজ দেশে একে অনুসরণ করার বাস্তব সুফল দেখিয়ে দিতে না পারবো, ততক্ষণ দুনিয়াকে এর সত্যতায় বিশ্বাসী করে তুলতে আমরা সমর্থ হবো না।

এ জামায়াতের দৃষ্টিতে পাকিস্তানে মূলতঃ আল্লাহ, আখেরাত ও নবুয়্যতে বিশ্বাসী লোকদের সংখ্যায় কোনো কমতি নেই, বরং আসল কমতি এই যে, এখানকার অধিকাংশ জনগণ যে ঈমান ও আদর্শে আস্থাশীল, তা কার্যতঃ এখানে জারী করা হয়নি এবং দেশের গোটা জীবন ব্যবস্থা এর ওপর প্রতিষ্ঠিতও নয়। এ কারণেই আমাদের দেশ একটি ইসলামী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের নেয়ামত, বরকত ও সুফলগুলো থেকে নিজে যেমন উপকৃত হচ্ছেনা, তেমনি দুনিয়ার সামনেও ইসলামের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারছে না।

জামায়াতে ইসলামী এই অভাব মোচন করার জন্যে সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করছে। ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান-বিস্তার, প্রাচীন ও নবীন জাহেলিয়াতগুলোর সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূরীকরণ, আমাদের দৈনন্দিন সমস্যাবলীর, ইসলামী সমাধান সম্পর্কে চিন্তাশীল ও সমজদার লোকদেরকে অবহিত করা এবং জন-চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংগ। এর ভিত্তিতে জামায়াত গত ২৮ বছর ধরে কাজ করে আসছে। কিন্তু এর সাথে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধনও মূলতঃ একটি অনিবার্য প্রয়োজন। বিশেষ করে, বর্তমান যুগে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রের আওতাধীনে আসায় এবং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে তার ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধন ছাড়া যেমন লোকদের ব্যক্তিচরিত্র সংশোধন হতে পারে না, তেমনি সমাজ জীবনেও ন্যায়বিচার কায়েম করা সম্ভব নয়। একটি কলুষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই সংস্কার ও সংশোধনের পথে সব চাইতে বড় বাধা হয়ে থাকে এবং কলুষ

www.pathagar.com

সৃষ্টিকারী সমস্ত লোক ও উপকরণের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকামী, তারা অরাজনৈতিক পন্থায় আপন লক্ষ্যের জন্যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, এরূপ অবস্থায় তারা কিছুতেই সাফল্যলাভ করতে পারে না। পরন্তু যারা দেশকে পুঁজিবাদ, কম্যুনিজম (সমাজতন্ত্র) কিংবা অন্য কোনো অনৈসলামী জীবন পদ্ধতির দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে দেশের সমস্ত উপায়-উপকরণ, আইন-কানুন ও গোটা প্রশাসন শক্তিকে ব্যবহার করছে, তাদের হাতে রাষ্ট্রের চাবিকাঠি নিবদ্ধ থাকা পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়।

এ কারণেই জামায়াতে ইসলামী শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে ইচ্ছুক। এর লক্ষ্য হচ্ছে পাকিস্তানকে এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা:

০ যা কোরআন ও সুন্নাহর পূর্ণ অনুগত এবং খিলাফতে রাশেদার আদর্শের অনুসারী হবে, যেখানে ইসলামের মূলনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা পুরোপুরি ক্রিয়াশীল হবে।

০ যা অন্যায় ও দুষ্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করবে, নেকী ও সুকৃতিকে বিকাশ দান করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করবে।

০ যা জুলুম, পীড়ন, শোষণ, ত্রাসন ও নৈতিক উচ্ছৃংখলতার বিনাশ সাধন করবে, ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার কায়েম করবে।

০ যা একটি খাঁটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হবে, প্রতিটি নাগরিককে মৌলিক প্রয়োজন (খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) মিটানোর নিশ্চয়তা দেবে, হালাল জীবিকার দরজা খুলে দেবে,

www.pathagar.com

হারাম উপার্জনের দ্বার বন্ধ করে দেবে, সমস্ত বৈধ উপায়ে দেশের সম্পদ বাড়াবে এবং সে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের ব্যবস্থা করবে।

০ যা লোকদের চেঁচামেচির পূর্বেই তাদের প্রয়োজন বুঝবে এবং ফরিয়াদ জানানোর পূর্বেই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

০ যা প্রকৃতই জনগণের শুভাকাংখী হবে এবং জনগণ হবে তার শুভাকাংখী এবং যেখানে জনগণের সকল মৌলিক অধিকার পুরোপুরি নিরাপদ থাকবে।

০ যা প্রকৃত অর্থে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে, যেখানে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুরূপ ও পসন্দ অনুযায়ী লোকেরা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসতে পারবে এবং জনগণ যাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবে, তাদেরকে নির্বাচনের মাধ্যমে সহজেই ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে।

এই হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যারা এই লক্ষ্যের সাথে একমত, তাদেরকে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানাই।

www.pathagar.com

মূলনীতি ও কর্মসূচী

এক
সাধারণ নীতি

১। এটা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত যে, পাকিস্তান একটা ইসলামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই বুনিয়াদকে কখনো চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে না। এই রাষ্ট্রকে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করা কিংবা এখানে অন্য কোনো মতবাদ চালু করার যে কোনো চেষ্টাই মূলতঃ পাকিস্তানকে ধ্বংস করার প্রয়াসের নামান্তর। আর কোনো বিদেশী ও বিজাতীয় মতবাদকে ইসলামের লেবেল দিয়ে চালানোর প্রচেষ্টা জনগণের সাথে ধোকাবাজীর শামিল। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এ ধরণের প্রতিটি আন্দোলনের মোকাবেলা করব।

২। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা আমরা নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি। এ দেশের জনগণকে বংশীয়, ভাষাগত, আঞ্চলিক ও শ্রেণীগত বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ করে তাদের পরস্পরকে সংঘর্ষে লিপ্ত করার যে কোনো আন্দোলনই আমাদের দৃষ্টিতে চরম ধ্বংসাত্মক। আমাদের মতে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐক্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টি এবং সবার প্রতি সুবিচার ও সন্তোষজনক ব্যবহার করতে সক্ষম একটি ন্যায়বিচারপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েমের ওপরই পাকিস্তানের স্থিতি, এর সকল নাগরিকের শান্তি এবং এর আজাদী ও স্বাধিকারের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

www.pathagar.com

৩। আমাদের মতে, যে কারণগুলো পাকিস্তানের ঐক্যানুভূতিকে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেগুলোর মধ্যে বিগত শাসন-কালগুলোতে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতি কৃত অবিচারই বহুলাংশে দায়ী। আমরা এই সকল অবিচার ও বেইনসাফীর প্রতিকার করা একান্ত জরুরী মনে করি এবং দেশের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রেখে প্রত্যেক এলাকার লোকদেরকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে একান্ত ইচ্ছুক।

৪। আমাদের মতে যে সব মুসলমান ভারতে বাস্তুভিটা ছেড়ে পাকিস্তানে এসে বসতি স্থাপন করেছে, দেশের প্রাচীন বাশিন্দাদের সাথে তাদের সকল ক্ষেত্রেই সমান অধিকার রয়েছে। তারা যে এলাকায়ই এসে বসতি স্থাপন করেছে, সে এলাকার পুরানো বাশিন্দা এবং এই নয়া বাশিন্দাদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য করা আদৌ বৈধ নয়। আমরা 'দেশ মাতৃকার সন্তান'(son of the soil) এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অনৈসলামী বলে মনে করি। পরন্তু বহিরাগত মুসলমানরা ভাষা, চালচলন ও জীবনধারার দিক দিয়ে আপন এলাকার লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বিদেশীর ন্যায় ব্যবহার করার দৃষ্টি-ভঙ্গিকেও আমরা নেহাত অবাঞ্ছিত মনে করি। তারা যদিও স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় লোকদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবেই, কিন্তু এটি তাদের সমান অধিকার দেয়ার ব্যাপারে কোনো পূর্ব-শর্ত হতে পারে না।

৫। আমরা বাংলা ও উর্দু ভাষাকে সারা দেশের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করি এবং এর কোনটিকেই বিশেষ কোনো এলাকার নির্দিষ্ট ভাষা আখ্যা দেয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী।

www.pathagar.com

৬। আমাদের মতে দেশের প্রতিটি নাগরিক পূর্ণ আন্তরিকতা ও ঈমানদারীর সাথে নিম্নোক্ত ছয়টি মূলনীতি সম্পর্কে একমত না হলে এবং কার্যতঃ এর অনুসরণের সিধান্ত গ্রহণ নাকরলে পাকিস্তানে কোনো স্থায়ী ও সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না ঃ

প্রথম এই যে, দেশের নিরংকুশ সংখ্যাগুরু অধিবাসী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পক্ষপাতী। এ কারণে যারা এর সাথে একমত নয়, তাদেরও সংখ্যাগুরু জনগণের মত অনুসারে দেশে উক্ত জীবন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিতে হবে এবং অগণতান্ত্রিক পন্থায় এর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে যারা ষড়যন্ত্র ও হাংগামার সাহায্যে পাকিস্তানে কোনো অনৈসলামী জীবন-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াসী, তারা এ দেশের ঘোর দুশমন এবং তাদেরকে প্রতিহত করা দেশের প্রতিটি শুভাকাংখীর পরম কর্তব্য।

দ্বিতীয় এই যে, দেশ সমগ্র দেশবাসীর—কোনো বিশেষ শ্রেণীরও নয়, গোষ্ঠীরও নয়। এ কারণে সাধারণ অধিবাসীকে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে বেদখল করে শাসন কর্তৃত্বকে নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট করে নেয়ার অধিকার কারুর নেই।

তৃতীয় এই যে, দেশের সরকার পরিচালনা করা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ আর সরকারী কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে তাদের নির্দেশ অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেসব সরকারী কর্মচারী জনপ্রতিনিধিদের আনুগত্য করতে ইচ্ছুক নয় কিংবা তাদের গৃহীত নীতিতে সন্তুষ্ট নয় অথচ নিজেদের বিশেষ মতবাদকে চালু করতে ইচ্ছুক, তাদের উচিত চাকুরী ছেড়ে গণতান্ত্রিক ও নিয়মানুগ পন্থায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা

www.pathagar.com

কিন্তু সরকারী চাকুরীতে বহাল থেকেই একটি রাজনৈতিক চক্র গড়ে তোলা এবং দেশের প্রশাসন ও প্রতিরক্ষার জন্যে দেয়া ক্ষমতাকে দেশ দখলের জন্য ব্যবহার করার অধিকার কারুর নেই।

চতুর্থ এই যে, জনগণ যাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী নির্বাচিত করবে, তারাই হচ্ছে দেশের সত্যিকার প্রতিনিধি। প্রলোভন, চাপ, ধোকা, দুর্নীতি এবং সরকারী প্রভাব দ্বারা নির্বাচন বিজয়ীরা মূলতঃ জবর-দখলকারী এবং গণতন্ত্রের হত্যাকারী। এ দেশের রাজনৈতিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি লোকেরই এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা উচিত যে, ভবিষ্যতে তারা নিজেরাও কখনো নির্বাচনে এই পন্থাগুলো অবলম্বন করবেনা আর জাতির সাথে এরূপ গাদ্দারীতে লিপ্ত ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর সাথেও সহযোগিতা করবে না।

পঞ্চম এই যে, গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে জনমত গঠনের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলেরই রয়েছে। এই অধিকারের ওপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়া উচিত নয় এবং এ পথে রাষ্ট্র-ক্ষমতা পর্যন্ত উপনীত হওয়া প্রত্যেকের জন্যেই বৈধ। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা কারুর পক্ষেই বৈধ নয়। কেউ এভাবে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হলেও দেশের মঙ্গলের খাতিরেই তার এ থেকে বিরত থাকা উচিত।

ষষ্ঠ এই যে, জাতীয় সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ সরবরাহ সংস্থা ইত্যাকার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে জনগণ দেশের পরিস্থিতি ও বিভিন্ন মহলের মতামত জানতে এবং জাতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে মত স্থির করতে পারে। এই মাধ্যমগুলোকে কখনো সত্যকে গোপন করার এবং কারুর পক্ষে একতরফা প্রচারে নিয়োগ

www.pathagar.com

করা উচিত নয়। জনগণ যদি দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত না হয় এবং প্রত্যেক দলের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকরূপে তাদের সামনে উপস্থিত না হয়, তাহলে গণতন্ত্র কখনো বিকাশ লাভ করতে পারবে না।

৭। আমাদের মতে পাকিস্তানে কর্মরত রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নোক্ত আচরণবিধি মেনে না চললে এখানকার রাজনৈতিক জীবন সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে নাঃ

(১) পাকিস্তানের আদর্শ (অর্থাৎ ইসলামী জীবন পদ্ধতি) এবং দেশের সংহতি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো কাজ করবে না।

(২) যুক্তিসঙ্গত আপত্তি ও সমালোচনার সীমা অতিক্রম করে কোনো পার্টি কিংবা তার দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা অপর কোনো পার্টি কিংবা তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও অশালীন প্রচার চালানো কিংবা এমন কোনো অপবাদ দেবেন না যার প্রমাণ পেশ করতে তারা অপারগ। দেশের আইনেও এটা নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত যে, নির্বাচনের কথা ঘোষিত হবার পর যে ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী কোনো পার্টি কিংবা তার কোনো নেতা অথবা প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবে, তার প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে। যদি সে অপবাদ প্রমাণ করতে না পারে, তবে তাকে আইনতঃ শাস্তি দেয়া হবে। পরন্তু নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী কোনো পার্টি যদি অন্য কোনো পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালায় তাহলে সে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে অযোগ্য ঘোষিত হবে।

(৩) প্রত্যেক পার্টিরই সভা, শোভাযাত্রা ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভকে পন্ড করার কিংবা তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার

www.pathagar.com

কারুর নেই। বিশেষ করে নির্বাচনী অভিযান কালে কোন পার্টি যদি এরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করে, তাহলে তার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার থাকবে না—এই মর্মে নির্বাচনী আইনেও ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৪) দেশে হিংসাত্মক পন্থায় বিপ্লব আনার চেষ্টা করা এবং তার পক্ষে প্রচার চালানো কিংবা গণতান্ত্রিক পন্থার পরিবর্তে জোরপূর্বক দেশের শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে হিংসাত্মক অভিযান চালানোর অধিকার কারুর নেই। যে পার্টি এরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করবে, তাকে একটি পার্টি হিসেবেই কাজ করার অধিকার দেয়া উচিত নয়।

(৫) কোনো ব্যক্তি, কোনো পার্টি কিংবা তার কোনো নেতা ইচ্ছা করলে নির্বাচন বয়কট করতে পারেন ; কিন্তু কেউ যদি এই মর্মে ঘোষণা করে যে, নির্বাচন হতে দেবেনা কিংবা নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারীদের জোরপূর্বক বাধা দেয়া হবে অথবা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের কার্যক্রম চলতে দেয়া হবে না, তাহলে তার দেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকারই শুধু ছিনিয়ে নেয়া উচিত নয়, বরং এরূপ কথাবার্তাকে আইন অনুসারে পুলিসের হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ ঘোষণা এবং এসবের শাস্তিও নির্ধারণ করে দেয়া উচিত।

(৬) নির্বাচনের কথা ঘোষিত হবার পর এবং নির্বাচনী অভিযান কালে প্রত্যেক পার্টি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পূর্ণ পরিহার করবেঃ

(ক) টাকার বিনিময়ে কিংবা অন্য কোনো প্রলোভনে ভোট সংগ্রহ করা,

(খ) ভোটারদের ওপর সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে চাপ

বার

www.pathagar.com

প্রয়োগ করে কিংবা আপন কর্মী ও সমর্থকদের মাধ্যমে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করে ভোট সংগ্রহ করা,

(গ) আঞ্চলিক, ভাষাগত, গোষ্ঠীগত কিংবা বংশগত দোহাই পেড়ে ভোটের আবেদন জানানো।

(৭) প্রত্যেক পার্টিকে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলে সে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিহার করবেঃ

(ক) সরকারী কর্মচারী এবং সরকারী উপায়-উপকরণকে পার্টির স্বার্থে ব্যবহার করা।

(খ) দেশের প্রচার-মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলোকে আপন পার্টির পক্ষে ও বিরোধী পার্টিগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারে নিয়োগ করা,

(গ) সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মঞ্চের স্বাধীনতার ওপর আপন পার্টির স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা,

(ঘ) লাইসেন্স, পারমিট কিংবা অন্য কোনো আর্থিক স্বার্থের দ্বারা অন্য পার্টিতে ভাঙ্গন ধরানো অথবা তাদের সাহায্যে আপন পার্টির সংখ্যা-শক্তি বাড়ানো কিংবা আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে এইসব উপায় অবলম্বন করা।

(৮) কোনো পার্টি যদি পাকিস্তানের ইসলামী ভিত্তিকে না মানে কিংবা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চায় অথবা পাকিস্তানের অখন্ডতা ও নিরাপত্তার বিরোধী হয়, তবে তার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার থাকবে না।

www.pathagar.com

দুই
শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও স্বায়ত্ব শাসন

৮। আমরা প্রথম পর্যায়ে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে নিম্নরূপ সংশোধনের পর দেশের শাসনতন্ত্র বলে ঘোষণা করতে চাইঃ

(১) ফেডারেল কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করা হবে। নিম্ন পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব থাকবে আর উচ্চ পরিষদে সকল প্রদেশকে সমান প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে। উভয় পরিষদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে যৌথ অধিবেশন ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ভোট দানের এমন পদ্ধতি রাখা হবে, যাতে যৌথ অধিবেশনের সিদ্ধান্তে দেশের কোনো এলাকার প্রতি অবিচার হতে না পারে।

(২) এক ইউনিট ভেঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশগুলো বহাল করা হবে। কোয়েটা ও কালাত বিভাগ এবং লাসবেলাকে একটি পূর্ণ প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হবে। করাচীকে সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং বাহাওয়ালপুরকে স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হবে।

স্বায়ত্ব শাসন

(৩) প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, মুদ্রা ও ফেডারেল অর্থ, (Federal Finance) বৈদেশিক ও আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য, আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ এবং অন্যান্য সর্বসম্মত বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং এই বিভাগগুলো পরিচালনার জন্যে কেন্দ্রের সরাসরি ট্যাক্স ধার্য করারও অধিকার থাকবে।

www.pathagar.com

(৪) উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয় শাসনতন্ত্র মোতাবেক উভয় অঞ্চলে গঠিত সরকারগুলোর হাতে ন্যাস্ত করা হবে এবং তাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন থাকবে।

(৫) বর্তমান আজাদ সীমান্ত এলাকাগুলোকে পুরোপুরি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে। সেখানকার অধিবাসীদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতি অনুযায়ী ভোটের অধিকার দেয়া হবে। সেখানে পাকিস্তানের সকল আইন-কানুন জারী করা হবে এবং পাকিস্তান থেকে তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা সকল দিক থেকে খতম করে দেয়া হবে।

৯। উল্লেখিত সংশোধনীর পর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র যদি দেশের শাসনতন্ত্ররূপে স্বীকৃতি পায় এবং শাসন ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের কাছে ন্যাস্ত করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা উক্ত শাসনতন্ত্রে নিম্নোক্ত সংশোধনীর চেষ্টা করবো।

(১) কোরআন ও সুন্নাহকে আইনের প্রধান উৎস (Chief Source of Law) বলে স্বীকার করা হবে।

(২) অতীতের সকল অনৈসলামী আইন-কানুনকে যথাসম্ভব শীগ্‌গীর ইসলামী ধারায় পরিবর্তিত করার জন্যে সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) সর্বস্তরে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হবে। পাকিস্তানের প্রত্যেক অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেয়া হবে কিংবা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) রীতি অবলম্বন করা হবে।

www.pathagar.com

(৪) মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো থেকে সমস্ত অযৌক্তিক ও অসংগত বিধিনিষেধ খতম করা হবে। বিশেষতঃ নিবর্তনমূলক আটকের বিধিকে এমনভাবে সংশোধন করা হবে, যাতে করে আদালতের সিদ্ধান্ত এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান ছাড়া কারুর ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা যেতে না পারে।

(৫) বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও পুরোপুরি স্বাধীন করে দেয়া হবে।

(৬) জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকারকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার ক্ষমতা নাকচ করা হবে। –

(৭) সামরিক আইন জারী এবং ইন্ডেমনিটি এ্যাক্টের' ন্যায় আইন তৈরীর সীমাহীন ও শর্তহীন অধিকারকে যুক্তিসংগতভাবে সীমিত করা হবে।

(৮) পাকিস্তানের সাধরণ নাগরিকদের যেমন বেসামরিক আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার রয়েছে, তেমনি সামরিক কর্মচারীদেরকে সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার অধিকার দেয়া হবে।

(৯) প্রেসিডেন্ট পদ, উজির পদ এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে যে শপথ নেয়া হয়, তাতে এ বিষয়টিও শামিল করা হবে যে, তাঁরা বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সাথে আপন দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনেও ইসলামী বিধান মেনে চলবেন।

www.pathagar.com

(১০) সামরিক কর্মচারীসহ সকল সরকারী কর্মচারীদের থেকে এই শপথ নেয়া হবে যে, তাঁরা কখনো দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল করতে উদ্যোগী ঊর্ধতন অফিসারের নির্দেশ মানবেন না।

(১১) যারা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর (ছ) পর অন্য কাউকে নবী বলে মানে এবং তার নবুয়্যতের প্রতি অবিশ্বাসী লোকদেরকে কাফের বলে আখ্যা দেয়, তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করা হবে। কেননা তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানের মুসলমানরাই অমুসলিম সংখ্যাগুরু।

তিন
পূর্ব পাকিস্তান

১০। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতক অনগ্রসরতা দূর করা এবং সকল দিক থেকে একে পশ্চিম পাকিস্তানের সম মানে উন্নীত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল উপায় অবলম্বন সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

(১) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় (যার মধ্যে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যত বৈদেশিক ঋণও থাকবে) পূর্ব পাকিস্তানের আনুপাতিক হিস্যা আদায়ের পর সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয় করা হবে। পরন্তু আর্থিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ-বণ্টনের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার দেবেন।

(২) মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং, আঞ্চলিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম-সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক এলাকার সদস্যরা আলাদা আলাদাভাবে এই বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করবেন।

(৩) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি পাচার প্রতিরোধ এবং এর কার্যকারণ দূর করার জন্যে সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা হবে। তাছাড়া এখানে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগকে (Capital Formation and Investment) সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল চাকুরীতে জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মচারী নিয়োগ করা হবে।

(৫) প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে সকল সম্ভাব্য উপায়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এ উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানেও সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ ও স্কুল ইত্যাদি স্থাপন করা হবে। এছাড়া, স্থল, নৌ ও বিমান এই তিনটি বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আনুপাতিক হারে লোক ভর্তি করা হবে এবং **পাকিস্তান নৌ বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর** করা হবে। এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম-সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ (Defence Council) গঠন করা হবে।

www.pathagar.com

(৬) স্থল ও বিমান বাহিনীর ডেপুটি প্রধান সেনাপতিদেরকে (Deputy Commander in Chiefs) পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে প্রয়োজনের সময় কার্যকর ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণের উপযোগী ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

(৭) দেশের সম্পদ ও উপায়-উপকরণ এমনভাবে বণ্টন করা হবে, যাতে উভয় অঞ্চলের মাথাপিছু আয় সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

(৮) পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধ, গঙ্গা ও তিস্তার ওপর অবিলম্বে বাঁধ নির্মাণ, ব্রহ্মপুত্র বাঁধ ও পুল প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং পূর্ব পাকিস্তানে পানি সেচ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে, যাতে করে কৃষকরা খুব কম মূল্যে ব্যাপক পানি সেচের সুবিধা পেতে পারে।

(৯) ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে যত আমানত (Deposits) ও কিস্তিমূল্য (Premium) আদায় করবে, তা পুরোপুরি পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যয় করা হবে।

(ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্স সম্পর্কে জামায়াতের নীতি সামনে অর্থনৈতিক সংস্কার অধ্যায়ে বিবৃত করা হয়েছে।

চার
আইনগত সংস্কার

১১। দেশের আইন-কানুনের ক্ষেত্রে আমরা নিম্নরূপ সংস্কার সাধন করতে চাই।

(১) ইসলামের যে সব বিধান আইন হিসেবে একটি ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রে চালু হওয়া উচিত, সেগুলো প্রবর্তনের জন্যে আইন প্রণয়ন করা।

(২) সরকার যে সব অবিচারপূর্ণ আইনের সাহায্যে মামলা না চালিয়ে কারুর ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের অধিকার লাভ করেন কিংবা যেগুলো দ্বারা নানাভাবে মৌলিক অধিকারের ওপর আঘাত পড়ে সেসব আইনকে নাকচ করা। পরন্তু ১৪৪ ধারাকে এরূপ শর্তাবলীর মধ্যে সীমিত করা, যাতে করে নাগরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যেতে না পারে।

(৩) যেসব অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধের সাহায্যে সংবাদপত্র কিংবা জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়, সেসব বিধিনিষেধ খতম করে দেয়া।

(৪) কোর্ট ফি পর্যায়ক্রমে বিলোপ করা যাতে করে লোকেরা বিনামূল্যে ইনসাফ লাভ করতে পারে।

(৫) দেওয়ানী ও ফৌজদারী দন্ডবিধিকে এমনিভাবে সংশোধন করা, যাতে আদালত দ্রুত ও সহজে ন্যায় বিচার করতে পারে।

(৬) অবিলম্বে এমন আইন-কানুন তৈরী করা, যাতে করে ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়াখেলা, উলঙ্গতা, অশ্লীলতা, বেশ্যাবৃত্তি এবং চরিত্র হানিকর ছায়াছবি, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনকে প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

(৭) মেয়েদেরকে শরীয়তের দেয়া অধিকার প্রদানের জন্যে আইন তৈরী করা এবং প্রচলিত পরিবার আইনকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা।

www.pathagar.com

(৮) ইসলামী নীতির ভিত্তিতে সমাজের সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্যে নয়া আইন-কানুন তৈরী করা।

(৯) ইসলামী নীতি এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে প্রচলিত আইনের আলোকে সামরিক আইন বিধির সংস্কার সাধন।

পাঁচ
ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কার

১২। মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা শোধরানোর জন্যে আমরা নিম্নোক্ত কর্মসূচী অনুসরণ করবোঃ

(১) মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নামাজ কায়েমের জন্যে সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা হবে এবং নামাজ আদায়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিধান করা হবে।

(২) রমজানের মর্যাদাকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

(৩) রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবারে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হবে।

(৪) ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলো শরীয়তের বিধান মুতাবেক পরিচালনা করা হবে। আলেমদের একটি প্রতিনিধিত্বশীল বোর্ড এর দেখাশুনা করবেন। ওয়াকফ বিভাগ যাতে মসজিদগুলোকে ক্ষমতাসীন মহলের স্তব-স্তুতির আখড়ায় পরিণত করতে না পারে, তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

(৫) মুসলিম সমাজে মসজিদের সে গুরুত্ব থাকা উচিত, তাকে পুরোপুরি কায়েম করা হবে এবং তার জন্যে ইমাম ও খতীব তৈরীর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

(৬) হজ্জের জন্যে মুসলমানদেরকে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে এবং বর্তমানে প্রচলিত হজ্জের উপর আরোপিত সকল বিধিনিষেধ খতম করে দেয়া হবে।

(৭) জনগণের মধ্যে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম ও সাধারণ শিক্ষা প্রচারের জন্যে সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা হবে, যাতে করে প্রতিটি মুসলমান দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং একজন মুসলমানের ন্যায় জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে।

১৩। দেশের নৈতিক সংস্কার সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি কর্মসূচী হচ্ছে এইঃ

(১) আইন ও প্রশাসনের সমস্ত শক্তি এবং সরকারের সকল উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে সমাজকে সব রকম অশ্লীলতা ও নৈতিক দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত করা হবে। যেসব কারণে সমাজে অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক দুষ্কৃতির বিস্তার ঘটে, সেগুলো উৎখাত করা হবে।

(২) জন-চরিত্রের সংশোধন এবং জনগণের নৈতিক ট্রেনিং-এর জন্যে ব্যাপকতর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। লোকদের মধ্যে যাতে খোদাভীতি ও খোদাপ্রীতির সৃষ্টি হয়, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়, আইনের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা ও সামাজিক স্বার্থের প্রতি দরদ সৃষ্টি হয় এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধ ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা শুধু আইন প্রয়োগের ওপর নির্ভর না করে সামাজিক

www.pathagar.com

দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, সেজন্যে পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) পরিবার পরিকল্পনার গোটা প্রকল্পকে খতম করে দেয়া হবে এবং জাতীয় উপায়-উপকরণের সম্প্রসারণ ও বিকাশ-বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপকে মোকাবিলা করা হবে।

ছয়
শিক্ষাগত সংস্কার

১৪। আমরা সমাজের পুনর্গঠনে শিক্ষাকে মৌলিক গুরুত্ব প্রদান করছি এবং এ ব্যাপারে আমাদের কর্মসূচী হচ্ছে এই ঃ

(১) শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতিটি শাখায় যাতে খোদায়ী জীবন দর্শন সন্নিবিষ্ট হয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনিভাবে তৈরী করা হবে।

(২) দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতিকে পর্যায়ক্রমে খতম করে একই শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে।

(৩) শিক্ষাকে শুধু পুঁথিগত জ্ঞান বাড়ানো পর্যন্ত সীমিত রাখা হবে না ; বরং তার প্রতিটি শাখায় বাধ্যতামূলকভাবে নৈতিক শিক্ষাকে শামিল করা হবে, যাতে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে খোদাভীরু ও দায়িত্বশীল কর্মী তৈরী হতে পারে।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামী জীবনধারা

www.pathagar.com

ও প্রয়োজনীয় স্বীনী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করানো হবে এবং প্রত্যেককে কোরআন পড়ার এবং তা মোটামুটি বোঝার উপযোগী করে তোলা হবে। যে সব মুসলমান ফের্কা সংখ্যাগুরু অধিবাসীদের থেকে ভিন্ন আকীদা পোষণ করে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অমুসলিম শিক্ষার্থীকে ইসলামী শিক্ষার পরিবর্তে সাধারণ নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(৫) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সম্পর্কে গবেষণার জন্যে উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হবে।

(৬) দেশ থেকে অতি দ্রুত নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা হবে।

(৭) খুব কম সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার ব্যবস্থা করা হবে।

(৮) শিক্ষাকে সকলের জন্যে সুলভ করা হবে এবং কোনো মেধাবী যুবকই যাতে উপায়-উপকরণের অভাবে উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয়, সে জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৯) দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাপকভাবে কারিগরি শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হবে।

(১০) সহশিক্ষা ব্যবস্থা বিলোপ করা হবে এবং মহিলা শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

(১১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে এবং জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়া হবে।

(১২) শিক্ষকদেরকে ভালো চাকুরীর শর্তসহ উপযুক্ত বেতন দেয়া হবে, যাতে করে সমাজের উত্তম ও মেধাবী লোকেরা এই মহৎ পেশার দিকে আকৃষ্ট হন।

(১৩) শিক্ষকদের উপযুক্ত ট্রেনিং-এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে, যাতে করে তাঁরা শুধু ভালো শিক্ষকই না হন বরং শিক্ষার্থীদেরকেও উত্তম নৈতিক ও ইসলামী ট্রেনিং দিতে পারেন।

(১৪) শিক্ষকদের নিযুক্তির বেলায় শুধু তাদের শিক্ষাগত ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে না বরং তারা পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের বিরোধী কিনা এবং চরিত্রের দিক দিয়ে দেশের ভাবী বংশধরদের শিক্ষাদানের উপযুক্ত কিনা, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে।

(১৫) মিশনারী স্কুল-কলেজগুলোকে সরকারী ব্যবস্থাধীনে নিয়ে আসা হবে।

(১৬) সরকারী খরচে বড় লোকদের জন্য "পাবলিক স্কুল" স্থাপন ও পরিচালনার রেওয়াজ বিলোপ করা হবে।

(১৭) প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা হবে, কিন্তু সেগুলোকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে দেয়া হবে না। পরন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান যাতে উন্নত হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

(১৮) পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলাভাষীদের এবং পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুভাষীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ দেয়া হবে।

www.pathagar.com

(১৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে করে দেশের যুবসমাজ প্রতিরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে।

(২০) আরবী ভাষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পড়ানো হবে।

(২১) ইংরেজীর পরিবর্তে জাতীয় ভাষাগুলোকে শিক্ষার মাধ্যম করা হবে।

(২২) আঞ্চলিক ভাষাগুলোর উন্নয়নের জন্যে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদি এরূপ ভাষা কোথাও আগে থেকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে চালু হয়ে থাকে, তবে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে দেয়া হবে না।

সাত
প্রশাসনিক সংস্কার

১৫। আমাদের মতে দেশে একটি বিশ্বস্ত, সুযোগ্য ও দায়িত্বশীল প্রশাসন ব্যবস্থা বর্তমান না থাকলে সংস্কারের কোনো উত্তম কর্মসূচীও ফলদায়ক হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে চাই ঃ

(১) সরকারী দফতরগুলো থেকে উৎকোচ, খেয়ানত এবং অন্যান্য দুর্নীতি ও বিশৃংখলাকে দূর করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যে সব কারণে কম বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ ব্যাধির বিস্তার ঘটছে, সেগুলোরও মূলোচ্ছেদ করা হব।

www.pathagar.com

(২) উচ্চ পদগুলোতে নিয়োগের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তার নিকটবর্তী লোকদের আর্থিক সঙ্গতি পর্যালোচনা করা হবে এবং তারপর থেকে তার সঙ্গতি বেশি বাড়ছে কিনা, মাঝে মাঝে তাও যাচাই করা হবে।

(৩) যে সরকারী কর্মচারী তার বৈধ আর্থিক সঙ্গতির চাইতে বেশি উঁচু মানের জীবন যাপন করবে কিংবা তার চাইতে বেশি সম্পত্তির অধিকারী হবে, তাকে অবিলম্বে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(৪) সরকারী কর্মচারীদের জুলুম-পীড়ন ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ শোনা এবং দ্রুত তার প্রতিকার করার জন্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দফতর স্থাপন করা হবে। এ উদ্দেশ্য একটি স্থায়ী প্রশাসনিক আইনও তৈরী করা হবে।

(৫) সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (Competetive Examination) ইসলামিয়াতকে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে শামিল করা হবে। এতে করে অফিসারগণ শুধু সুদক্ষ হয়েই বেরুবে না, তারা খোদাভীরু দ্বীনদার ও দায়িত্বশীল হবে। পরন্তু সার্ভিস একাডেমীগুলোতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদেরকে পশ্চিমী সভ্যতার রঙে রাঙিয়ে তোলার যে চেষ্টা করা হয় এবং জনগণ থেকে তাদের উচ্চু মর্যাদাশীল হয়ে থাকার যে পদ্ধতি শেখানো হয়, সেসব রীতিও সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হবে।

(৬) ইংরেজ আমলের চাকুরী আচরণ-বিধিকে (Service Conduct Rules) যুক্তিসঙ্গত এবং ইসলামের নৈতিক দাবিসম্মত করার উদ্দেশ্য সংশোধন করা হবে।

(৭) সরকারী দফতরগুলো থেকে ইংরেজী ভাষাকে অতিসত্বর বিদায় করা হবে।

(৮) সরকারী কার্যকাল এবং সরকারী অনুষ্ঠানাদিতে সরকারী অফিসারদের জন্যে জাতীয় পোষাক পরা বাধ্যতামূলক করা হবে। যেসব নিদর্শনাদির কারণে দেশের জনগণ এখনো ইংরেজ আমলের

www.pathagar.com

মানসিক গোলামী থেকে মুক্ত হতে পারেনি, সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

(৯) প্রশাসন বিভাগে ব্যয়-বাহুল্য কমানোর চেষ্টা করা হবে এবং জাতীয় তহবিলকে যথেচ্ছ ব্যয়-ব্যবহার থেকে রক্ষা করা হবে।

(১০) অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত চালানোর সকল অসভ্য ও নৃশংস পন্থা বন্ধ করে দেয়া হবে।

(১১) গোয়েন্দা পুলিসের যথেচ্ছ প্রয়োগ বন্ধ করে তাকে ঘুষখোর কর্মচারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, অপরাধমূলক তৎপরতার প্রতিরোধ এবং চোরাচালান, ব্লাক মার্কেটিং ও অন্যান্য দুষ্কৃতি প্রতিরোধে ব্যবহার করা হবে।

(১২) পুলিশের অভিযুক্তি বিভাগ (Prosecution Branch) ও তদন্ত বিভাগকে (Investigation Branch) কার্যতঃ পৃথক করে দেয়া হবে, যা এখন শুধু নামেমাত্র আলাদা রয়েছে।

(১৩) জেলের সমস্ত অসভ্য ও নৃশংস বিধিকে ইসলামী ধারায় পরিবর্তিত করা হবে। একে দন্ডালয় ও অপরাধের ট্রেনিং-কেন্দ্রের পরিবর্তে কয়েদীদের নৈতিক ও মানসিক সংশোধনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা হবে এবং এখানে এমন পদ্ধতি চালু করা হবে, যাতে অপরাধীরা ভদ্রোচিত জীবনের উপযোগী হতে পারে।

(১৪) সরকারের বিশেষ পেশা-সংক্রান্ত দফতরগুলোর কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো থেকেই নিয়োগ করা হবে। প্রশাসন বিভাগের ওপর বিশেষ কোনো সার্ভিসের ইজারাদারী থাকতে দেয়া হবে না।

(১৫) ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কুশলী লোকদের জন্যে আকর্ষণীয় বেতন ও চাকুরীর শর্তাবলীর ব্যবস্থা করা হবে, যাতে করে তাদের মধ্যে দেশের বাইরে যাবার প্রবণতা লোপ পায়।

www.pathagar.com

(১৬) সরকারী অফিসারদের উঁচু শ্রেণীকে কোনো রাজনৈতিক চক্রে পরিণত হতে দেয়া হবে না, বরং তারা যাতে জাতির মানব হওয়ার পরিবর্তে খাদেম হয়ে থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(১৭) বিদেশে অবস্থিত পাকিস্তানী দূতাবাসগুলোর সংশোধনের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আট
অর্থনৈতিক সংস্কার

১৬। আমাদের দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আগাগোড়া জুলুমের একটি হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে. এই জুলুমের কারণ হলো এই যে, এতে পুরোনো সামন্তবাদী ব্যবস্থা এবং নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল খারাপ বিষয়গুলোই একত্রিত হয়েছে। পরন্তু সরকারের ভ্রান্ত আর্থিক নীতি এবং এক নিরংকুশ ক্ষমতাসম্পন্ন আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা এই খারাপ বিষয়গুলোকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং এই গোটা ব্যবস্থায় যে পর্যন্ত মৌল পরিবর্তন না আনা হবে, সে পর্যন্ত এখানে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম হতে পারেনা। কিন্তু এই পরিবর্তন অবশ্যই ইসলামী নীতির ওপর ভিত্তিশীল হতে হবে এবং এর সাথে ব্যক্তির মৌল অধিকারের সংরক্ষণ ও সমাজের নাগরিক স্বাধীনতাও বজায় থাকতে হবে।

১৭। আমাদের আর্থিক নীতির মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ —সম্পদের সুবিচারমূলক বন্টন, গুটিকয়েক হাতে সম্পদের কেন্দ্রী-

www.pathagar.com

ভূতকরণের প্রতিরোধ, অন্যায়, জুলুম ও আর্থিক শোষণের সকল পন্থাগুলোর মূলোচ্ছেদ, সমস্ত নাগরিককে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, আর্থিক উন্নতির সুফল থেকে সকল নাগরিককে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান, দেশ থেকে দারিদ্রের অবসান এবং জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ থেকে কোনো নাগরিক বঞ্চিত থাকবেনা—এই মর্মে নিশ্চয়তা বিধান। উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের গৃহীত কর্মসূচী চারটি বড় বড় অংশে বিভক্ত ঃ (১) কৃষি, (২) শিল্প ও বাণিজ্য, (৩) শ্রমিক-মজুর ও স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের অধিকার, (৪) সাধারণ অর্থনৈতিক সংস্কার।

কৃষি ও ভূমি

১৮। দীর্ঘকাল যাবত আমাদের কৃষি সম্পত্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভ্রান্ত নীতি চালু থাকার ফলে যে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসান ঘটানোর জন্যে 'অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি লংঘন না করে প্রয়োজনবোধে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে' শরীয়তের এই নিয়মটি সামনে রেখেঃ

(ক) যে সকল নতুন ও পুরানো জমিদারী-জায়গীরদারী কোনো সরকারের শাসনামলে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে হাসিল করা হয়েছে, তা একেবারেই খতম করে দেয়া হবে, কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলোর মালিকানা জায়েজ নয়।

(খ) প্রাচীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানা একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্বর অঞ্চলসমূহে এই সীমা ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে এক থেকে দু শ' একরের মধ্যে নির্দিষ্ট হবে। যে সব অঞ্চলে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম, সেখানে এই মাপকাঠি অনুসারে সীমা নির্ধারণ করা

www.pathagar.com

হবে। পূর্ব পাকিস্তানে জমির সর্বোচ্চ সীমা এক শ' বিঘা রাখা হবে। এ পরিমাণের অতিরিক্ত জমি ন্যায়সংগত দরে কিনে নেয়া হবে। এই সীমা-রেখা কেবলমাত্র সাময়িকভাবে অতীত বৈষম্য দূর করার জন্যেই নির্ধারণ করা হবে। একে কখনো স্থায়ী রূপ দেয়া হবেনা। কারণ স্থায়ী সীমা নির্ধারণ কেবল ইসলামের মীরাসী আইনের সাথেই নয়, বরং শরীয়তের অন্যান্য বিধানের সাথেও সংঘর্ষশীল।

(গ) সকল প্রকার ভূমির ক্ষেত্রে—তা পুরানো সরকারী সম্পত্তিই হোক অথবা উপরোল্লিখিত দুই পন্থায় অর্জিতই হোক কিংবা নতুন বাঁধ নির্মাণের ফলে আবাদযোগ্যই হোক—এই নিয়ম স্থির করে দেয়া হবে যে, তা শুধু ভূমিহীন কৃষক কিংবা আর্থিক প্রয়োজনের দৃষ্টিতে কম জমির মালিকদের কাছে সহজ কিস্তিতে বিক্রী করা হবে। এ ব্যাপারে নিকটবর্তী এলাকার লোকদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সরকারের ধামাধরা লোকদেরকে কিংবা সরকারী কর্মচারী-দের মধ্যে সস্তামূল্যে অথবা ইনাম স্বরূপ জমি দান করার রীতি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হবে। তাছাড়া নিলামের মাধ্যমে জমি বিক্রীর প্রথাও সম্পূর্ণ বিলোপ করা হবে।

(ঘ) বর্গা চাষের ক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে ইসলামী শরীয়তের সকল আইন প্রয়োগ করা হবে এবং আইনের বলে সকল অনৈসলামী রীতি বন্ধ করে দেয়া হবে, যাতে করে কোনো ভূমিস্বত্ব বা জমির মালিকানা জুলুমের রূপ পরিগ্রহ করতে না পারে।

১৯। প্রত্যেক কৃষক যাতে জীবন ধারণের উপযোগী ন্যূনতম জমি লাভ করতে পারে, সে জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে।

২০। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায়সংগত মূল্য পায় এবং তাদের মুনাফার অংশ ফড়িয়া শ্রেণী লুটে খেতে না পারে সে জন্যে পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশেষভাবে পাট,

www.pathagar.com

কার্পাস, তামাক, গম এবং অন্যান্য কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রতি যে অবিচার চলছে, তার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হবে।

২১। পশ্চিম পাকিস্তানে জমির উৎপাদন শক্তি অনুসারে ভরণ-পোষণের উপযোগী পরিমান এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১০ একর পর্যন্ত জমির মালিকদেরকে রাজস্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।

২২। রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশি উপার্যনশীল লোকদের ওপর তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কম উপার্জনশীল লোকদের ওপর তুলনামূলকভাবে কম রাজস্ব ধার্য করার নীতি অবলম্বন করা হবে।

২৩। গ্রামাঞ্চলের মেহনতী জনগণের ওপর কোনো প্রকার ট্যাক্স ধার্য করা হবে না।

২৪। মালিকানাস্বত্ব বজায় রেখে কো-অপারেটিভ ফার্মিং, যান্ত্রিক চাষাবাদ ও কো-অপারেটিভ মার্কেটিংকে উৎসাহিত করার জন্যে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করা হবে। দেশে যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রথা চালু করার ফলে যে সব সমস্যা দেখা দেবে, সেগুলোরও সমাধান করা হবে।

২৫। চাষাবাদের জন্যে কৃষকদেরকে উত্তম যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ও ওষুধপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

২৬। কৃষকদেরকে বিনাসুদে ঋণ দেয়া হবে।

২৭। বন্যা নিরোধের জন্যে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৮। গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন মেহনতী জনগণের বসবাস ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে ; তারা যাতে নিজেরাই গৃহের মালিক হতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

২৯। বন-সম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩০। শিল্প স্থাপনের জন্যে উর্বর ভূমির দখলের নীতি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং এরূপ উদ্দেশ্যে পূর্বে যে সব ভূমি দখল করা হয়েছে, তার মালিকদেরকে ন্যায়সংগত মূল্য দিয়ে চাষাবাদযোগ্য ভূমি সরবরাহ করা হবে।

৩১। গ্রামাঞ্চলে এমন সব শিল্প স্থাপন করা হবে, যেগুলোর সাহায্যে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং কৃষিজীবী লোকদের উপার্জন বাড়তে পারে।

৩২। দেশের খাদ্যাভাব দূর করার জন্যে নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করা হবেঃ

(১) আবাদযোগ্য পতিত জমিসমূহে চাষাবাদ করা।

(২) সংশোধনযোগ্য বন্ধ্যা জমিগুলোকে আবাদযোগ্য বানিয়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা।

(৩) জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার বিস্তার রোধ করা এবং এ সবের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জমিগুলো সংশোধন করা।

(৪) পানি সেচের বর্তমান ও সম্ভাব্য উপকরণগুলোকে পুরো-পুরিভাবে ব্যবহার করা এবং এসব সুযোগ-সুবিধা লোকদেরকে সস্তায় সরবরাহ করা।

(৫) পোকা-মাকড়ের কবল থেকে ফসলকে নিরাপদ রাখা, সামুদ্রিক পানি থেকে জমিকে রক্ষা করা এবং উৎপাদন হ্রাসের অন্যান্য কারণগুলো দূর করা।

www.pathagar.com

(৬) নগদ অর্থকরী ফসল (Cash crops) ও খাদ্যশষ্যের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা।

৩৩। খাদ্যশষ্যের ব্যবসায়ে যে সব কার্যকারণ ও কর্মপন্থা খাদ্য বস্তুর কৃত্রিম অভাব ও সংকটের সৃষ্টি করে, সেগুলোর মূলোচ্ছেদ করা হবে। পরন্তু এসব দ্রব্যাদি যাতে ক্রেতা-সাধারণ সস্তায় পেতে পারে এবং কৃষকরাও এর ন্যায়সংগত মূল্য লাভ করতে পারে এমন উপায় অবলম্বন করা হবে।

৩৪। সামরিক আইনের ৮৯ ও ৯১ নং বিধিকে নাকচ করা হবে এবং যারা এর শিকারে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে এর ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

(নোটঃ আইয়ুব সরকার ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করার সময় উপরের দুটো ধারাকে রাইডার্স ক্লজের আওতায় বহাল রেখে দেন এবং পরবর্তী কালে অনেকেই এ আইনের শিকারে পরিণত হয়।

শিল্প ও বাণিজ্য

৩৫। দেশে ভ্রান্ত আইন-কানুন ও প্রশাসন নীতির দরুন জাতীয় সম্পদ বিপুল পরিমানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এই অবস্থার প্রতিরোধ করা এবং কেন্দ্রীভূত সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করা হবেঃ

(১) সুদ, জুয়া, ফড়িয়া কারবার, অবৈধ ব্যবসায়, অন্যায় মজুতদারী এবং ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক হারাম ঘোষিত অর্থোপার্জনের পন্থাগুলোকে আইনত নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে এবং ধন উপার্জনের হালাল পন্থাগুলোই শুধু উন্মুক্ত রাখা হবে।

www.pathagar.com

(২) আজ পর্যন্ত অবৈধ ও হারাম পন্থায় এবং বিকৃত ব্যবস্থার ভ্রান্ত প্রয়োগের ফলে জাতীয় সম্পদ যে অন্যায় ও অস্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে, তার প্রতিকারের জন্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী এরূপ সম্পদের অধিকারীদের সম্পর্কে কড়াকড়িভাবে তদন্ত করা হবে এবং এই হারাম সম্পদ ফেরত নেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকানাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হবে। কোম্পানীগুলোর মালিকানায় এক ব্যক্তি কিংবা পরিবারের সর্বাধিক পরিমান অংশ আইন অনুযায়ী স্থির করে দেয়া হবে এবং অতিরিক্ত অংশগুলোকে সাধারণ্যে বিক্রীর জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

(৪) বর্তমান ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবসান ঘটানো হবে এবং কোম্পানীগোলুর পরিচালনা বেতনভোগী ম্যানেজারদের ওপর ন্যাস্ত করা হবে। এরা সাধারণ অংশীদারদের নির্বাচিত বোর্ডের অধীনে কাজ করবে।

(৫) ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, শেয়ার মার্কেট ও সরকারী অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর ওপর থেকে পুঁজিপতিদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো হবে।

(৬) ঋণদানের নীতি পর্যালোচনা করা হবে এবং ছোট ও নতুন পুঁজি সংগঠনকারীদেরকে প্রয়োজন মত ঋণ দেয়া হবে।

(৭) কোম্পানীগুলোকে তাদের লভ্যাংশের নির্ভুল হিসাব ঘোষণা এবং অংশীদারদের মধ্যে তা বন্টন করতে বাধ্য করা হবে।

www.pathagar.com

(৮) ইজারাদারী ও একচেটিয়া ব্যবসাকে ভেঙে দেয়া হবে এবং বণিক ও শিল্পপতিদেরকে ছলচাতুরীর সাহায্যে মূল্য বৃদ্ধি থেকে প্রতিহত করার জন্যে কঠোরতর আইন তৈরী করা হবে।

(৯) রফতানী বোনাস নীতি পর্যালোচনা করা হবে এবং যে সব পণ্য বাইরে বিক্রী করতে অসুবিধা হয় ও যেগুলোর অভ্যন্তরীণ মূল্য বেশি কেবল সেই সব পণ্যের উপরই বোনাস দেয়া হবে। এ বোনাসও খুব অল্প সময়ের জন্যে দেয়া হবে, যাতে এটি শিল্প মালিকদের অব্যবস্থা ও অযোগ্যতার গ্যারান্টি হয়ে না থাকে এবং তারা পণ্যের মান বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হয়।

(১০) বোনাসের ব্যবহারের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। এবং একে বিলাসদ্রব্যের পরিবর্তে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি (যেমন যন্ত্রপাতির খুচরা অংশ, কাঁচামাল ইত্যাদি) আমদানীর জন্যে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হবে।

(১১) শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং আমদানী ও রফতানী বাণিজ্যের জন্যে লাইসেন্স প্রদানের কাজ নির্ভরযোগ্য লোকদের সমবায়ে গঠিত একটি বোর্ডের ওপর ন্যাস্ত করা হবে এবং এই লাইসেন্স শুধু উপযুক্ত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরকেই দেয়া হবে। ব্যবসায়ের সকল ক্ষেত্রে লাইসেন্স ও পারমিটের ভ্রান্ত ব্যবহারকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হবে।

(১২) শিল্প মালিক ও বৃহৎ ব্যসায়ীরা যাতে একটি যুক্তিসংগত সীমার চাইতে বেশি মুনাফা অর্জন করতে না পারে, তা খুব কড়াকড়িভাবে লক্ষ্য রাখা হবে।

৩৬। আমরা নীতিগতভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানার নীতি গ্রহণের বিরোধী। কিন্তু যে শিল্পগুলো মৌল গুরুত্বের অধিকারী এবং

www.pathagar.com

ন্যায্য মূল্য দিয়ে রাষ্টীয় মালিকানায় নেয়া কিংবা গোড়তেই খোদ যেগুলো ব্যক্তির হাতে থাকা সামাজিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর সরকারী উদ্যোগে সেগুলো স্হাপন ও পরিচালনাকে আমরা অন্যায় ও অবৈধ মনে করিনা। তবে কোন কোন শিল্পকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্হাধীনে চালানো প্রয়োজন, আমাদের দৃষ্টিতে তা স্হির করার দায়িত্ব জনগণের নির্বাচিত পরিষদের। আর কোন শিল্প সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ শিল্পের ব্যবস্হাপনা যেন আমলাতান্ত্রিক অভিশাপের খপ্পরে গিয়ে না পড়ে।

৩৭। আমাদের মতে গোটা ব্যাঙ্কিং ও বীমা পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামের সমবায় নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা উচিত। এই মৌল সংস্কার ছাড়া তা ব্যক্তিগত ব্যবস্হাধীনে থাকুক কিংবা সরকারী ব্যবস্হাধীনে গ্রহণ করা হোক, এগুলোর আসল অনিষ্টকারিতাদূর হতে পারে না।

৩৮। দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্যে আমরা খুব শীগ্‌গীর ভারী শিল্প(Heavy Industries) স্হাপন করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

৩৯। দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে অস্ত্র নির্মাণ শিল্পকে অধিকতর উন্নত করাও আমাদের দৃষ্টিতে খুব জরুরী।

৪০। আমরা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে খুব বেশি উৎসাহিত করবো এবং এগুলোকে ব্যাপক ভিত্তিতে উন্নত ও সম্প্রসারিত করার প্রয়াস পাব। এ ব্যাপারে জাপান, সুইজারল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হবে।

৪১। দেশের শৈল্পিক উন্নতির এবং সব রকম উন্নয়ন কার্যক্রমে আমরা পুঁজি ব্যবহারের তুলনায় শ্রমের ব্যবহার ও লোকদের কর্মসংস্হানের প্রতি বেশি গুরুত্ব দান করবো।

www.pathagar.com

৪২। আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবো, যাতে করে শৈল্পিক উন্নতির সুফল মাত্র কতিপয় এলাকায় সীমিত হয়ে না থাকে।

শ্রমিক মজুর ও কম বেতনভোগী কর্মচারীদের অধিকার

৪৩। দেশে বেতন ও ভাতার হারে বর্তমান ব্যবধান হচ্ছে এক ও একশোর চাইতেও বেশি। একে কমিয়ে আপাততঃ আমরা এক ও বিশের অনুপাতে এবং ক্রমান্বয়ে এক ও দশের অনুপাতে নিয়ে আসবো। এতৎসংগে এও স্থির করে দেয়া হবে যে, বর্তমান যুগে দ্রব্য-মূল্যের দৃষ্টিতে একটি পরিবারের মৌল প্রয়োজন মেটানের জন্যে যে পরিমান বেতন অপরিহার্য, কোনো ন্যূনতম বেতনই তার চাইতে কম হবে না। এই পরিমাণ বর্তমান অবস্হায় দেড়শো ও দুশোর মধ্যে হতে হবে এবং দ্রব্য-মূল্যের ওঠা-নামার প্রেক্ষিতে এই ন্যূনতম বেতনও মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করা হবে।

৪৪। কম বেতনভোগী কর্মচারীদেরকে বাসস্হান, চিকিৎসা ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

৪৫। সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদেরকে উল্লেখিত হারে ন্যূনতম বেতন ছাড়াও নগদ বোনাস দেয়া হবে। বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে তাদেরকে শিল্প কারখানার মালিকানায়ও অংশীদার বানানো হবে। এতে করে যে শিল্পের সাথে তারা সংশ্লিশ্ট, তার উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ সংযুক্ত থাকবে এবং যে সম্পদ সৃষ্টিতে তাদের শ্রম-মেহনতের অংশ রয়েছে, তার মুনাফায়ও তারা অংশীদার হবে।

www.pathagar.com

৪৬। বর্তমান শ্রম আইনকে পরিবর্তন করে এমন সুবিচারপূর্ণ আইন তৈরী করা হবে, যা পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষকে প্রকৃত সহযোগিতায় পরিণত করবে, মেহনতী জনগণকে তাদের সংগত অধিকার প্রদান করবে এবং বিরোধের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির এমন উপায় নির্ধারণ করে দেবে, যা সঠিকরূপে ন্যায়বিচার কায়েম করতে সক্ষম।

৪৭। সাপ্তাহিক কার্যকাল সর্বাধিক ৪২ ঘন্টা রাখা হবে।

৪৮। সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি দেয়া হবে।

৪৯। বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদেরকে কাজে নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে।

৫০। নারী ও পুরুষকে একই ধরণের কাজে নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

৫১। অসুস্থতা ও যান্ত্রিক দুর্ঘটনা কালে চিকিৎসা, অকর্মন্য হয়ে পড়লে ন্যায়সংগত পারিশ্রমিক এবং অবসর গ্রহণ করলে পেনসন কিংবা প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা দেয়া হবে।

৫২। শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে ধর্মঘটের অধিকার দেয়া হবে।

৫৩। সুস্থ নীতি-ভিত্তিক শ্রমসংগঠনকে (Healthy Trade Unionism) উৎসাহিত করা হবে। আইন মুতাবেক সকল শ্রমিক ও কম বেতনভোগী সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হবে। কিন্তু একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিককে একই ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করা হবে না।

৫৪। মেহনতী লোকদের জন্যে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

৫৫। সরকারী উদ্যোগে জাকাত, ছাদকা এবং সাধারণ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে 'ফি সাবিলিল্লাহ' সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে। এই ফান্ডের অর্থ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিম্নলিখিত খাত গুলোতে ব্যয় করা হবঃ

(১) বৃদ্ধ, অচল, পঙ্গু, অক্ষম এবং অন্যান্য সকল সাহায্য কামী লোকদেরকে আর্থিক সাহায্য ও ভাতা দান।

(২) এতীম ও গরীব শিশুদের শিক্ষা ও তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা,

(৩) বেকার লোকদের কর্ম-সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য দান,

(৪) অল্প পুঁজির ব্যবস্থা হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এমন লোকেদের সাহায্য দান,

(৫)অভাবী ও প্রয়োজনশীল লোকদেরকে 'কর্‌যে হাসানা' দান,

(৬) গরীব লোকদের চিকিৎসা বিধান,

(৭) সফরকালে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এমন মুসাফিরদের সাহায্য দান,

(৮) মসজিদের সার্বিক উন্নয়ন এবং দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে সাহায্য দান,

(৯) জ্ঞান-গবেষণার কাজে নিযুক্ত লোকদের ভাতা দান। এই খাতগুলোতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে, তা দুনিয়ায় ব্যাপক আকারে ইসলাম প্রচার, অমুসলিম দেশগুলোর মুসলিম সংখ্যা-লঘুদের সাহায্য দান এবং অন্যান্য ফি সাবিলিল্লাহর কাজে ব্যয় করা হবে।

www.pathagar.com

৫৬। ট্যাক্স ধার্য করার নীতি পুনর্বিবেচনা করা হবে, ট্যাক্স পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে, পরোক্ষ ট্যাক্সের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে প্রত্যক্ষ ট্যাক্সকে বাড়ানো হবে এবং এর বোঝা যাতে জনগণের ওপর গিয়ে না চাপে, তার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হবে।

৫৭। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শরীক করা হবে এবং আইন পরিষদের মঞ্জুরী নিয়ে সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে।

৫৮। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিক্ষা, জনসাস্থ্য, সমাজ কল্যাণ ও কৃষির উন্নতির প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫৯। হারাম পথে অর্থ ব্যয় বন্ধ করে দেয়া হবে। অপব্যয় ও অপচয় প্রতিরোধের জন্যে সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করা হবে।

৬০। সরকারী প্রয়োজনে বড় বড় রাজসিক ও জাঁকালো ধরণের প্রাসাদ নির্মাণ এবং সেসবের সাজ-সজ্জায় অনর্থক সরকারী তহবিলের অর্থব্যয়ের রীতি বন্ধ করা হবে।

৬১। সরকারী তহবিলকে হারাম আমদানী থেকে মুক্ত করা হবে এবং হারাম কাজে তার ব্যয়-ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হবে।

৬২। বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক পুঁজির ওপর দেশের নির্ভরশীলতা খতম করা এবং পুরানো ঋণের কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্যে সকল সম্ভাব্য উপায়ে চেষ্টা করা হবে।

৬৩। দ্রব্য-সঙ্কটের কার্যকারণ পর্যালোচনা করা হবে এবং যে সব কৃত্রিম কারণে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির সঙ্কট দেখা দেয়, সেগুলোর মূলোচ্ছেদ করা হবে।

৬৪। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬৫। কম উপার্জনশীল লোকদের জন্যে সস্তা বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে এবং বাসগৃহের ভাড়ার হারকে যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে আনা হবে।

www.pathagar.com

৬৬। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা, সুপেয় পানি ও বিজলী সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে এবং যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বিধান করা হবে।

৬৭। দেশের অনগ্রসর এলাকাগুলোর উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা করা হবে।

৬৮। সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ এবং সরকারী ব্যবস্থাধীনে চালিত ব্যবসায়ী কাজে সীমাহীন মুনাফা শিকারকে প্রতিরোধ করা হবে।

৬৯। মুহাজের ফান্ডের অর্থ শুধু মুহাজেরদের পুনর্বাসন ও কল্যাণের কাজে ব্যয় করা হবে।

নয়
জাতীয় স্বাস্থ্য

৭০। আমরা চাই যে, পাকিস্তানের কোনো অধিবাসী নেহাত দারিদ্রের কারণে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবেনা। পরন্তু এদেশের ক্ষয়িষ্ণু জনস্বাস্থ্যকে সর্বতোভাবে উন্নত করে তোলা হবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো কার্যকরী করতে চাইঃ

(১) সস্তা মূল্যে ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার ব্যয় কমানোর জন্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) পর্যায়ক্রমে সরকারী ডাক্তারখানা, ক্লিনিক এবং দাতব্য চিকিৎসালয়গুলোর সম্প্রসারণ।

(৩) সরকারী ডাক্তারখানার কর্মচারীরা যাতে রুগীদের যথার্থ হামদর্দ ও খাদেমে পরিণত হয়, সেজন্যে তাদের নৈতিক সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

(৪) চিকিৎসার সুবিধাকে সার্বজনীন করার জন্যে এলোপ্যাথির ন্যায় সরকারীভাবে ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা স্থাপন।

www.pathagar.com

(৫) কলেরা, বসন্ত এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা।

(৬) খাদ্য ও ওষুধের ভেজালকে পূর্ণ কঠোরতার সাথে বন্ধ করা।

(৭) শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) স্বাস্থ্যরক্ষা, নার্সিং, মহামারী প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য স্কুলের পাঠ্যতালিকায় এবং বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে শামিল করা এবং জনগণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যে সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন।

দশ
স্বীকৃত ইসলামী ফের্কাগুলোর অধিকার

৭১। সর্বসম্মত ইসলামী ফের্কাগুলো আইনের সীমার মধ্যে পূর্ণ মজহাবী স্বাধীনতা লাভ করবে। তারা তাদের অনুসারীদেরকে আপন মজহাব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার পূর্ণ অধিকার পাবে। তারা আপন চিন্তাধারা স্বাধীনভাবে প্রচার করতে পারবে। তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদির ফয়সালা তাদের নিজস্ব মজহাব অনুযায়ী করা হবে এবং এরূপ ফয়সালা গ্রহণ করার জন্যে তাদেরই মধ্য থেকে কাজী নিয়োগের পুরোপুরি চেষ্টা করা হবে।

এগার
অমুসলিম সংখ্যালঘু

৭২। অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে আমাদের নীতি হবে এই:

(১) তাদের সমস্ত নাগরিক ও আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ

www.pathagar.com

করা হবে। তাদের জান, মাল, ইজ্জত ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সরকার পুরোপুরি দায়িত্বশীল হবে।

(২) তারা আপন সমাজের সংশোধনের জন্যে যেরূপ আইন-কানুন চাইবে, তা অন্যান্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করলে তা পাস করতে তাদের সাহায্য করা হবে।

(৩) তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সরকারী উপায়-উপকরণ থেকে যতটা বৈধ সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তা উদার হৃদয়ে প্রদান করা হবে।

(৪) তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়াদিতে কোনো অহেতুক হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হবে না।

(৫) সংখ্যাগরিষ্ঠদের কর্মনীতি কিংবা সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের যে কোনো সঙ্গত অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টা করা হবে।

(৬) আইনের সীমার মধ্যে তাদের ধর্ম-উপাসনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তাদের ব্যক্তিগত কাজকারবার আপন ধর্মীয় বিধি কিংবা রসম-প্রথা অনুযায়ী সম্পাদনের অধিকার থাকবে।

(৭) তফসিলি সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে।

বার
বৈদেশিক নীতি

৭৩। আমাদের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ও নীতি নিম্নরূপ হবেঃ

(১) পাকিস্তান একটি আদর্শিক রাষ্ট্র ; সুতরাং এর দেশীয় নীতির ন্যায় বৈদেশিক নীতিও এর অনুসৃত নীতির ওপর ভিত্তিশীল

www.pathagar.com

এবং তার দাবিগুলো পূরণ করার উপযোগী হতে হবে। আমাদের জীবনাদর্শের স্বাভাবিক দাবি হলোঃ

> দুনিয়ায় আমরা সত্য ও সুবিচারের নিশানবরদার হবো, জুলুম ও নির্যাতনের বিরোধী হবো, সততার সাথে নিজেরা কাজ করবো এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করবো, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি মেনে চলবো এবং অন্যদেরকেও ওয়াদা পালনের উপদেশ দেব।

(২) আমরা বিশ্বশান্তির একান্ত অভিলাষী এবং একে বজায় রাখার জন্যে কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করবো না। কিন্তু আমাদের মতে, শুধু যুদ্ধাবস্থা না থাকাই শান্তির পরিচয় নয়, বরং শান্তি বলতে আমরা বুঝি দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক সুবিচারের এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে সমস্ত জাতি ও দেশ স্বাধীনভাবে উন্নতির অবাধ সুযোগ লাভ করবে, কেউ কারুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেনা এবং কেউ কারুর শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

(৩) আমরা সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক ন্যায়-নীতির বিরোধী এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ মনে করি। সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্য হোক কি পাশ্চাত্য, সর্বাবস্থায়ই তা নিন্দনীয়। আমরা তার ধ্বংসের জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো। যে সব মজলুম জাতি সাম্রাজ্যবাদের কবলে রয়েছে, আমরা সর্বদা তাদের সাহায্য ও সহায়তা করে যাব। বিশেষতঃ দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে যেসব মুসলমানের ওপর জুলুম ও অত্যাচার চলছে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানানো যেমন আমাদের দ্বীন ও ঈমানের দাবি, তেমনি মানবতারও।

(৪) আমরা দুনিয়ার সকল জাতির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। কিন্তু যে সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও ঐক্য আমাদের জীবনাদর্শের বিরোধী কিংবা যাতে আমাদের সংগত জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে অথবা যা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে, তার জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত নই। তাছাড়া যে জাতির সংগে আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে অথবা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে আমাদের কোনরূপ সাহায্য করবে,

www.pathagar.com

আমরা তার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মতবাদকে দেশে আমদানী করার এবং তার নীতি প্রচারের জন্যে দেশের দরজা খুলে দেয়ার জন্যেও প্রস্তুত নই।

(৫) আমরা দুনিয়ার জাতিসমূহ এবং তাদের ঐক্য শিবির-গুলোর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে চাই এবং সিটো, সেন্টো জাতীয় চুক্তিগুলোর সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। আমাদের মতে পাকিস্তানের নিজস্ব স্বার্থ ও আদর্শ অনুসারে এর বৈদেশিক নীতি নির্ণীত হওয়া উচিত।

(৬) আমাদের মতে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান, ফরাক্কা বাঁধ প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা এবং ভারতের মুস্‌লিম সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়বিচার করা ভারতের সাথে পাকি-স্তানের সম্পর্ক উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হওয়া উচিত। এই প্রশ্ন গুলোর নিষ্পত্তির জন্যে আমরা সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করবো।

(৭) মুসলিম জাহানের সাথে আমরা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। মুসলিম দেশগুলোকে ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অন্ততঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে কোনো যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে আমরা পুরোপুরি চেষ্টা করবো ঃ

o ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন এবং মুসলিম জাহানকে অনৈসলামী সভ্যতাগুলোর ক্রমবর্ধমান সয়লাব থেকে সংরক্ষণ,

o সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্যে একটি যৌথ ও সুসম শিক্ষা-নীতি গ্রহণ,

o প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীলতার জন্যে যৌথ প্রচেষ্টায় এই দেশগুলোতে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন,

o মুসলমানদের সাধারণ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আরবীর প্রচলন,

o মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধগুলোর নিষ্পত্তির জন্যে হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের ন্যায় একটি আদালত প্রতিষ্ঠা,

www.pathagar.com

o মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াতকে সর্বাধিক পরিমাণে সহজ করে দেয়া,

o মুসলিম দেশগুলোকে একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখার ব্যবস্থা,

o মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের পন্থা অবলম্বন,

o আফ্রিকার মুসলমানদেরকে সাহায্য ও পোষকতা দানের চেষ্টা,

o বিভিন্ন দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে জুলুম ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা।

তের
পার্লামেন্টারী নীতি

৭৪। প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারী পার্টি নিম্নোক্ত নীতির ভিত্তিতে কাজ করবেঃ

(১) ইসলামী আইন বিধানের প্রবর্তন, ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে পরিষদের অন্যান্য পার্টির সাথে তারা সহায়তা করবে। কিন্তু অবৈধ ক্রিয়াকর্মে অথবা অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য হাসিলে তারা কোনরূপ সাহায্য করবেনা।

(২) তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে নিজস্ব উজিরসভা গঠন করবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাদের নীতি হবেঃ

(ক) শাসকসুলভ অহমিকায় জনগণের সমালোচনাকে উপেক্ষা না করা,

(খ) জনগণের অভিযোগ—তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোক কিংবা অন্য কোনভাবে পৌছুক—তার প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া এবং প্রতিটি সঙ্গত অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টা করা,

(গ) সরকারী কাজকর্মে জনগণের মধ্য থেকে চিন্তাশীল, দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ লোকদের সহযোগিতা লাভ করা এবং তাদের পরামর্শাদি কাজে লাগানো,

www.pathagar.com

(ঘ) উজিরগণ মোটা মোটা বেতনের জন্যে উজিরসভায় জেঁকে বসবেনা এবং জনগণ থেকেও দূরে থাকবেনা। তারা নিজস্ব জীবন-মান উন্নত করার পরিবর্তে তাদের নৈতিক মান ও সেবার মান উন্নত করবে এবং জনগণ থেকে দূরে থাকার পরিবর্তে আরো বেশী নিকটে আসবে। এভাবে তারা দেশের অবস্থা সরাসরি অবহিত হবে এবং তার সংশোধনেরও সুযোগ পাবে।

(ঙ) জনগণের অর্থ এবং সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রকে পার্টির স্বার্থ আদায়ের জন্যে ব্যবহার না করা অথবা শাসন ক্ষমতাকে অন্য কোনো অবৈধ কাজে না লাগানো,

(চ) সরকারী ক্ষমতাকে বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা,

(ছ) পাশ্চাত্য কুটনৈতিক রীতি বর্জন করা, সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে সরকার পরিচালনা করা,

(জ) যে কোনো মূল্যে উজিরসভা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা না করা, নিজস্ব প্রত্যয় ও লক্ষ্য অনুযায়ী সংস্কার কর্মসূচী চালু করার জন্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো এবং তার সুযোগ পাওয়া না গেলে উজিরসভা থেকে পদত্যাগ করা।

(৩) এই পার্টি যদি সংখ্যালঘু হয়, কিন্তু অন্যান্য পার্টির সাথে যৌথভাবে উজিরসভা গঠনের সম্ভাবনা থাকে, তবে সে সম্ভাবনাকে কেবল তখনই কাজে লাগানো হবে, যদি ঃ

(ক) যৌথ উজিরসভায় অংশ গ্রহণকারী পার্টিগুলো এই পার্টির প্রত্যয় ও লক্ষ্য এবং এর নির্বাচনী ইশতেহারের সংস্কার কর্মসূচী কিংবা অন্ততঃ তার বুনিয়াদী নীতিগুলোর সাথে একমত হয়,

(খ) তারা উপরিউক্ত ২ নং উপ-ধারায় বর্ণিত নীতিগুলো মেনে চলার স্বীকৃতি দেয়,

(৪) যদি এই পার্টিকে বিরোধী দলে থাকতে হয়, তাহলে এ কখনো বিরোধিতার জন্যে বিরোধিতা করবেনা, বরং সত্যের সমর্থন ও মিথ্যার বিরোধিতা করার নীতি সর্বদা অনুসরণ করবে।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবদুল খালেক কর্তৃক প্রকাশিত এবং বুক প্রমোশন প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

www.pathagar.com